Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 18-24
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বিদিশা’ : দেশভাগের এক দহনকথা

ড. গোবিন্দ বিশ্বাস
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চাঁচল মহাবিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

There are many narratives of partition in Bengali Literature. Amongst them Narayan Gangopadhyay’s Bidisha creates its own unique place. The havoc caused by partition is expressed poignantly in the stories of Narayan Gongopadhyay Partition led to rootlessness among the refugees forcefully evicted from their ancestral lands and properties. Through the tragic stories of Bina, Bidisha, Binati, Gongopadhyay demonstrates the catastrophic effects of partition. The Novel thus becomes a unique testament to the duel discriminations faced by women during partition. In my paper I wish to explore the rootlessness angst faced by women during partitions.

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়কালের একজন খ্যাতিমান কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)। দ্বিতীয় বিশ্বসমরকালে যে তরুণ লেখকেরা তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিকের উত্তরাধিকারীরূপে দেখা দিয়েছিলেন এবং যাঁদের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে ঘটেছিলো এক যুগান্তকারী পালাবদল তাঁদেরই একজন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, সুবোধ ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখ কথাকারদের মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। চিরাচরিত গল্প ও উপন্যাসের প্রচলিত প্লট এবং আঙ্গিক নির্মাণের গতানুগতিক ধারা বর্জন করে লেখক নতুন বিষয়ভাবনা ও প্রকরণশৈলীর নতুনত্বে বাংলা কথাসাহিত্যে নিয়ে এলেন এক ব্যতিক্রমী সুর। ফলে তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলি হয়ে উঠলো নতুন কালের বাংলা কথাসাহিত্যের এক নতুন সৃষ্টি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন প্রচুর। বহু বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন তিনি। আবার তাঁর উপন্যাসের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। প্রথম উপন্যাস ‘উপনিবেশ’ (১৯৪৪) থেকে শুরু করে শেষ উপন্যাস ‘আলোকপর্ণা’ ও ‘কাচের দরজা’ (১৯৭০) পর্যন্ত মোট আঠাশ বছরের এই সময়সীমায় লেখক কুড়িটিরও বেশি উপন্যাস রচনা করেছেন যেগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে দেশ-কাল-সমাজের নানান অকথিত ইতিহাস। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতায়, পটভূমির বৈচিত্র্যে, জীবনবোধের গভীরতায়, ভাষাশৈলীর নতুনত্বে লেখকের প্রতিটি উপন্যাসই হয়ে উঠেছে অনন্য। বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ এবং বিভাগোত্তর বাংলার সমস্যা-সংকট, আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি-সমস্ত কিছু বিধৃত হয়ে আছে তাঁর কথনবিশ্বে। সবমিলে তাঁর রচনাগুলি হয়ে উঠেছে বিশ শতকের বিশেষ এক ক্রান্তিকালের এক অনন্য আখ্যান। আখ্যান, সেইসঙ্গে জীবন্ত ইতিহাসও।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিটি উপন্যাসই ভিন্ন স্বাদের। তবে উপন্যাস রীতির দিক থেকে তাঁর উপন্যাসগুলিকে প্রধান চারটি পর্বে ভাগ করেছেন অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। এই চারটি পর্ববিভাগ হল—

(১) প্রথম পর্ব (১৯৪৩-১৯৪৮): এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত উপন্যাসগুলি হল- ‘উপনিবেশ’, ‘মন্দ্রমুখর’, ‘স্বর্ণসীতা’, ‘সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী’, ‘সূর্যসারথি’ প্রভৃতি।

(২) দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৯-১৯৫৬) : এই দ্বিতীয় পর্বে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ‘বিদিশা’, ‘শিলালিপি’, ‘লালমাটি’, ‘মহানন্দা’, ‘পদসঞ্চার’ প্রভৃতি।

(৩) তৃতীয় পর্ব (১৯৫৭- ১৯৬২) : এই পর্বের অনর্ভুক্ত করা চলে যে উপন্যাসগুলিকে সেগুলি হল- ‘অসিধারা’, ‘মেঘরাগ’, ‘নিশিযাপন’, ‘ভস্মপুতুল’ প্রভৃতি।

(৪) চতুর্থ পর্ব (১৯৬৬- ১৯৭০) : এই চতুর্থ অর্থাৎ শেষ পর্বে রচিত লেখকের উপন্যাসগুলি হল- ‘সন্ধ্যার সুর’, ‘পাতাল কন্যা’, ‘ নির্জন শিখর’, ‘ তৃতীয় নয়ন’, ‘কাচের দরজা’, ‘আলোকপর্ণা’ প্রভৃতি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই যাবতীয় উপন্যাসসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ‘বিদিশা’ (১৯৪৯) উপন্যাসটিই আলোচ্য প্রতিবেদনে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। দেশভাগ সময়কালের এ এক আশ্চর্য ডকুমেন্টেশন। দেশভাগের নিদারুণ অবিচারে মানুষের ভাগ্যচক্র কীভাবে পিষ্ট ও বিপর্যস্ত হিল সেই দুর্বিষহ জীবনেরই এক মর্মস্পর্শী আলেখ্য এই উপন্যাস। উপন্যাসের পাতায় পাতায় বিধৃত হয়ে আছে অব্যক্ত যন্ত্রণা ও বেদনার কথা। দেশভাগ কতোভাবে যে মানুষের জীবনে আঘাত হেনেছে উপন্যাস কাহিনির নিবিড় পাঠে তা ধরা পড়ে। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দলিত-মথিত নারীজীবনের এমন নিদারুণ দহনকথা ‘বিদিশার’ পূর্বে বাংলা উপন্যাসের কথনবিশ্বে আর সেভাবে ধরা পড়েনি। এদিক থেকে বাংলা উপন্যাসের বহমান ধারায় ‘বিদিশা’ উপন্যাসটির একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

‘বিদিশা’ এক বুকভাঙা দেশভাগের গল্প। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বলি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের এ এক না বলা গোপন অধ্যায়। যদিও বীণা, বিদিশা আর বিনতিকে নিয়ে গড়ে ওঠা তিন বোনের জীবনের সকরুণ জীবনকথা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের কাহিনি- তবু এ শুধু ব্যক্তিজীবন কথা কিংবা কোন একক পরিবারের আলেখ্যমাত্র নয়। এই উপন্যাস-কাহিনির অন্তরালে নিহিত রয়েছে একটা মানবজাতির ইতিহাস। বিশেষ এক পর্বের দেশ-কাল-সমাজ ইতিহাসের এ এক জীবন্ত আলেখ্য। লেখক বিদিশাদের পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে আসলে এই উপমহাদেশে ধ্বস্ত তাবৎ ছিন্নমূল মানুষের জীবন যন্ত্রণা ও নানান সমস্যা-বেদনার কথা তুলে ধরেছেন। সাদামাটা এই উপন্যাস কাহিনির বিশালত্ব এখানেই।

এতদিনকার বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্তু ছিল পল্লিঅঞ্চল কিংবা নগরকেন্দ্রিক চেনামহল অথবা সার-বাঁধা বস্তিবাসী মানুষদের যাপিত জীবন কথা। পারিবারিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিকতার পথ ধরেই হেঁটেছে এতদিনকার বাংলা উপন্যাস। এই প্রথম রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ে পিষ্ট-দলিত- মথিত বিরাট এক নির্ভূম নিরাশ্রয় ছিন্নমূল মানবজাতির সকরুণ ইতিকথা অবলম্বনে রচিত হল বাংলা উপন্যাসের কাহিনি কাঠামো। এদিক থেকে তাই ‘বিদিশা’ বাংলা উপন্যাসের ধারায় এক ব্যতিক্রমী সংযোজন। সম্পূর্ণ এক নতুন সৃষ্টি।

‘বিদিশা’ স্বল্পায়তন বিশিষ্ট এক নাতিদীর্ঘ উপন্যাস। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পূর্ব- পশ্চিম’ কিংবা প্রফুল্ল রায়ের ‘কেয়াপাতার নৌকো’ অথবা সেলিনা হোসেনের ‘গায়ত্রী সন্ধ্যা’ উপন্যাসের মতো মহাকাব্যিক বিশালতা ‘বিদিশা’য় নেই। মোট সাতটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত চুয়াত্তর পৃষ্ঠার এই উপন্যাস কাহিনিতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ভাঙা বাংলার সেই মহাতমসার রূপটি যা পাঠ করে পাঠকমাত্রেই শিউরে ওঠেন। দেশভাগের ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি কীভাবে ভেঙে তছনছ হয়ে গেল, আদর্শ মূল্যবোধ ভুলে গিয়ে মানুষ কতোটা স্বার্থপর হয়ে উঠলো, সার্বিকভাবে মানুষের জীবনে কতোখানি অধঃপতন ঘটলো, সর্বোপরি গোটা বাঙালি জাতির জীবনে কীভাবে নেমে এল ‘অদ্ভুত আঁধার’ বিশ শতকের মধ্যভাগের সেই মহা হিউম্যান ট্রাজেডির স্বরূপকে তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে। বলা বাহুল্য, ‘বিদিশা’ কেবলমাত্র দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের আলেখ্যমাত্র নয়, এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় বিধৃত হয়ে আছে মানব জাতির সেই অনাবিকৃত যন্ত্রণা ও আতঙ্কের কথা যা কোন ইতিহাসগ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায় না। লেখক যেন সমাজ

ইতিহাসের সেই চাপা অন্ধকার ঘরের জানালা খুলে দিয়েছেন যেখান দিয়ে আমরা শুধু অতীতকেই দেখি না দেখি একটা জাতির বোধ-বুদ্ধি, বিবেক বিবেচনা, প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, স্বপ্ন ও স্বপ্ননাশের দিকটিও।

'বিদিশা' উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তের একদিকে আছে ওপার বাংলা, অন্যদিকে এপার বাংলা। পূর্ব-পাকিস্তানের ঢাকা ও পশ্চিমবাংলার কলকাতা শহরের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ও বিপর্যয়ের দিনগুলি যেন ছবির মতো পর পর ভেসে উঠেছে গোটা কাহিনির ক্যানভাসে। আর এই উপন্যাস কাহিনি মূলত আবর্তিত হয়েছে বিদিশা ও তার পরিবারকে ঘিরে। বীণা, বিদিশা ও বিনতি এই তিন বোনের জীবনবৃত্তকে আলোকপাত করতে গিয়ে এসেছে আরও নানা আনুষঙ্গিক ঘটনা। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় তথা প্রধান চরিত্র বিদিশা। তার শৈশব কৈশোর অতিক্রম করে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠা এবং নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখার প্রকৃত দৃষ্টি অর্জন-- সবই যেন একজন কুশল শিল্পীর মতো ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা' উপন্যাসের ঝিনুক, অতীন বন্দোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের মালতী, কিংবা শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা' উপন্যাসের নীতা অথবা জ্যোতির্ময়া দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের সুতারা যেমন দেশভাগ-দাঙ্গার জীবন্ত ফলাফল; ঠিক তেমনি বীণা, বিদিশা ও বিনতিও একালের লাঞ্ছিতা, অপমানিতা আত্মা। দেশজননীর রক্তাক্ত প্রতীক। নানা চন্ড অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই সবাইকে যাত্রা করতে হয়েছে। দেশভাগের বহুবিধ সমস্যা সংকটের মধ্য থেকে লেখক আসলে তুলে ধরতে চেয়েছেন দেশভাগে পিষ্ট দলিত মথিত এইসব নারীদের সমস্যা বেদনার কথা। তাই উপন্যাসের নামকরণেও আছে বিদিশার প্রসঙ্গ নামটি যেমন নারী চরিত্র নির্ভর তেমনি আবার ব্যঞ্জনাগর্ভও বটে। বিদিশার দিশাহীন জীবনের মধ্য দিয়ে দেশভাগের বলি লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল নারীর জীবনের ভাগ্যবিপর্যয়ের কথাকেই লেখক আসলে তুলে ধরেছেন ও প্রতীকায়িত করেছেন। এদিক থেকে উপন্যাসের নামকরণ 'বিদিশা' অত্যন্ত শিল্পসার্থক হয়ে উঠেছে।

'বিদিশা' উপন্যাসের কাহিনি অংশটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। ছিন্নমূল মানুষের জীবনের এ এক নিদারুণ আলেখ্য। বীণা, বিনতি আর বিদিশা- এই তিন বোনের নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছে উপন্যাসের কাহিনি। উপন্যাস কাহিনির শুরুতেই আছে তিন বোনের জীবনযুদ্ধের কথা। বীণা আর বিনতিকে নিয়ে কলকাতার একটা হরিজন পল্লীতে এসে বাসা বাঁধতে হয় বিদিশাকে। চারদিকের তুফানের সমুদ্র ঠেলে চলতে হয় তাকে। ঢাকা শহর আজ বিদিশার কাছে মনে হয় সুদূর স্বর্গের মতোই দুর্গম। দিদির বাড়িতে প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মধ্যেই মানুষ হয়েছিল সে। কিন্তু আজকের এই ছিন্নমূল জীবন নিষ্ঠুরতা আর হিংস্রতায় ভরা। আজ তাকে ঠেলে চলতে হয়। চারদিকের তুফানের সমুদ্র। নিষ্ঠুরতায় আর হিংস্রতায় কুটিল এ জীবন। চোখের সামনে সবসময়ই যেন দেখতে পায় সর্বনাশের মূর্তি। পথে চলতেই যেন সে অনুভব করে 'পাশেই অতলস্পর্শ গভীর খাদ', একটু ভুল করলেই নিশ্চিত মৃত্যু। সম্পূর্ণ অচেনা অপরিচিত পৃথিবী। বিদিশার জীবন অভিজ্ঞতার সূত্রেই আমাদের পরিচয় ঘটে একটার পর একটা নারকীয় ঘটনার সঙ্গে। সেই যেন যাবতীয় ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। 'কেয়াপাতার নৌকা' উপন্যাসের ঝিনুক, কিংবা 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের সুতারার মতো বিদিশাও যাত্রা করেছে নানা চন্ড অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সুকৌশলে বিদিশার জীবন বৃত্তান্তের মধ্য দিয়ে দেশভাগে ধ্বস্ত আমাদের এই উপমহাদেশের তাবৎ ছিন্নমূল নারীজাতির সমস্যা এখানেই বেদনাকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটির বিরাটত্ব।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এই উপন্যাসটিতে দেশ-কাল সমাজের বহুবিধ সমস্যার দিকে আলোকপাত করেছেন। উপন্যাস কাহিনির নিবিড় পাঠে এই বিষয়গুলি চোখে পড়ে—

(১) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভীতিবিহ্বল দৃশ্য।
(২) দেশভাগ পরবর্তী সমাজের বিপর্যস্ত রূপ।
(৩) ছিন্নমূল জীবনের নিদারুণ অসহায়তা ও দিনযাপনের মরিয়া সংগ্রামের ছবি।
(৪) দাঙ্গা দেশভাগে দলিত-মথিত নারীজাতির সমস্যা-সংকটের চিত্র।

(৫) অপরাজেয় মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামী জীবনচিত্র।

ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয় দেশ। জন্ম নেয় দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র- ‘ভারত’ ও ‘পাকিস্তান’। তবু সমস্যার সমাধান হয় না। দেশভাগের পরে পরেই শুরু হয় বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মহম্মদ আলি জিন্নাহ হিন্দু- মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মনে যে ‘Two Nation Theory’র বীজ বপন করে দিয়েছিলেন দেশভাগের বহুপূর্বে সেই বীজই ধীরে ধীরে মহীরূপ আকার ধারণ করে এবং হিংসার বিষবাষ্পে ছেয়ে যায় গোটা দেশ। যার অনিবার্য ফলশ্রুতিস্বরূপ গোটা পূর্ববঙ্গ জুড়ে পুনরায় শুরু হয় বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। গৃহে অগ্নিসংযোগ থেকে শুরু করে সম্পত্তি লুণ্ঠন, নারীহরণ, ধর্ষণ, নির্মম হত্যা কোন কিছুই আর বাদ থাকে না সেই মহাতমসার যুগে। শুরু হয় নির্বিচারে হিন্দুহত্যা, বিতাড়ন। ভয়ে ভীত লক্ষ লক্ষ মানুষ চোদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে শুরু করে। উপন্যাসে আছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আহত-নিহত এইসব ভীতত্রস্ত মানুষের ভয়াল দৃশ্যের কথা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গোটা পূর্ববাংলার পরিস্থিতি যখন ভয়াবহ তখন ঢাকা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় বিদিশারা। বীণার স্বামী সুপ্রকাশ বিদিশা ও বিনতিকে সঙ্গে করে স্ত্রীর হাত ধরে যখন পশ্চিমবাংলার মাটিতে পালিয়ে আসবার জন্য পথে নামে, তখন সেই পথেই সুপ্রকাশের সমাধি রচিত হয়। তার রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ে বিমানবন্দরে। বিদিশারা তিন বোন প্রাণে বেঁচে গেলেও বাঁচতে পারেনি সুপ্রকাশ। বিমান ঘাঁটিতেই পড়ে রইল তার রক্তাক্ত নিথর দেহ। স্বামীর দিকে ফিরে তাকাবার সময় পর্যন্ত পেল না বীণা। স্বামীর এই ভয়ংকর হত্যাকান্ডের পর উন্মাদিনী হয়ে যায় বীণা। এরপর অপ্রকৃতস্থ দিদিকে সঙ্গে নিয়ে ছোট বোনের হাত ধরে বিদিশা চলে আসে কলকাতায়। শুরু হয় ছিন্নমূল জীবনে বেঁচে থাকার মরিয়া অভিযান। টিকে থাকার যুদ্ধ। ঔপন্যাসিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও আত্মরক্ষায় পলায়মান ভীতত্রস্ত লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের এই সীমাহীন দুর্গতির ছবিটি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায়—

> *“মাটির রঙই বদলাল না, মানুষের মনের রঙও বদলে চলল। দাঙ্গার পর দাঙ্গা রাজনীতির কূটচক্রান্ত ছোরা হাতে নামল মানুষ মারার উন্মত্ত উল্লাসে। ঘৃণা অবিশ্বাসে বাতাস পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠল। তারও পরে এল স্বাধীনতার মূল্য-বাংলা দেশ দু’টুকরো হয়ে গেল।”*[১]

বলা বাহুল্য, শুধু দেশই দু’টুকরো হল না- ভেঙে টুকরো টুকরো হল মানুষের মন মানসিকতা। হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা অখন্ড অবিভাজ্য বাঙালি জাতিসত্তা ভেঙে গেল টুকরো টুকরো হয়ে। “মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান”- দীর্ঘকালের এই মিলিত সহাবস্থান এক লহমায় হল ছিন্নভিন্ন। দুই বাংলার লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু মানুষ পথে নামলো একবস্ত্রে। একেবারে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে। উপন্যাসে আছে ভিটে-মাটি সর্বস্ব হারানো এইসব ছিন্নমূল মানুষের রোদন কথা।

উপন্যাসের সবচেয়ে ট্র্যাজিক নারী চরিত্র বিদিশা। নানা ঘাত প্রতিঘাতে সে হয়েছে ছিন্নভিন্ন। খুব ছেলেবেলায় এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পে বাবা- মা আর বড়দাকে হারিয়েছে সে। তারপর থেকেই শুরু হয় তার জীবনের সংগ্রাম। বড়দি বীণা ও জামাইবাবু সুপ্রকাশের সান্নিধ্যে একটি স্নেহ ভালোবাসার পরিমণ্ডলে বড় হলেও গভীর নিঃসঙ্গতা তাকে তাড়া করে ফিরেছে সারাক্ষণ। নিঃসন্তান বড়দি আর ভগ্নীপতির স্নেহ মমতায় পরম আদরে মানুষ হলেও বুদ্ধিমতী বিদিশার পরনির্ভরশীলতা মোটেই ভালো লাগতো না। তাই পড়াশুনা করে চাকরি পেয়ে নিজেপায়ে দাঁড়াতে চেয়েছে সে। তাঁর অবচেতন মনে সব সময়ই এই বোধ কাজ করেছে যে ‘এ বাড়িতে তারা আশ্রিত’। তাই কাটার মতো একটা তীক্ষ্ণমুখ অস্বস্তি সবসময়ই তাকে পীড়ন করেছে। পয়াশ্রয়ী এই জীবন থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হিসেবে বিদিশা পড়াশুনাকেই হাতিয়ার করেছে। তার যেন একটাই লক্ষ্য—

> *“ভালো করে পাস করতে হবে তাকে। পৌঁছোতেই হবে এম. এ. পর্যন্ত। তারপরে যেখানে হোক, চাকরি একটা জুটিয়ে নেবই। দাঁড়াব নিজের পায়ে, তারপরে-”*[২]

নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে নেবার এই সংকল্প, স্বতন্ত্র নারীপরিসর গড়ে তুলবার এই দুর্মর বাসনা বিদিশাকে এক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন স্বতন্ত্রময়ী নারীতে পরিণত করেছে। উপন্যাস কাহিনির নিবিড় পাঠে আমরা তাই দেখি ছোট বোন বিনতির থেকে বিদিশা সম্পূর্ণই আলাদা রকম নারী। দুজন সম্পূর্ণ যেন দুই ভিন্ন মেরুর। গাম্ভীর্য ও কাঠিন্যই যেন বিদিশার চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর একমাত্র ব্যতিক্রম আমরা দেখি বিদিশার বি.এ. পড়বার সময়। যৌবনের দুর্বল মুহূর্তে নারীসুলভ কমনীয়তায় সে কিছুদিনের জন্য বাধা পড়েছিল মণিলালের সঙ্গে। ভগ্নীপতি সুপ্রকাশের আটিক্‌লড ক্লার্ক ছিল মণিলাল। অত্যন্ত সুদর্শন চেহারার এই যুবকের প্রেমে বাধা পড়েছিল সে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মোহভঙ্গ ঘটে তার। বিদিশার চোখে ধরা পড়লো সুদর্শন মণিলালের ছদ্মবেশী রূপটি—

> *"দোতলার বারান্দায় উঠতেই বিদিশা ভূত দেখল। বারান্দায় একেবারে কোণার দিকে আধো অন্ধকারে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে মণিলাল আর বিনতি।... ঘৃণার জ্বালা ঠিকরে পড়ল বিদিশার চোখ থেকে।"*[৩]

চূড়ান্ত অপমান আর আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হল বিদিশা। মনে মনে সে নিজের মনকেই তীব্র ধিক্কার দিল। সে অনুভব করলো এ যেন তাঁর 'ব্রতভ্রষ্টতার শাস্তি'। মণিলালের দৃষ্টি দর্পণে বিদিশা যেন আবিষ্কার করলো নিজেকে। বিনতির মতো সুন্দরী মেয়ের কাছে কালো কুৎসিত বিদিশা যে খেলার পুতুল মাত্র একথা অনুভব করলো সে। তার এই আত্ম আবিষ্কার যেন তাকে নতুন করে বাঁচতে শেখালো। এরপর নিজের জীবনবৃত্তেই বিদিশা বাঁচার ঠিকানা খুঁজে পেল। নিজের চারপাশে এক অদৃশ্য দেওয়াল গড়ে তুললো যেখানে কোনো পুরুষেকেই সে আর প্রবেশ করতে দেবে না বলে স্থির করলো। লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য একমাত্র পড়াশুনাকেই অস্ত্র হিসেবে বেছে নিল। ডিস্টিংশনে বি. এ. পাশও করলো সে। কিন্তু দুভার্গ্যবসত এরপরেই এল তার জীবনের সর্বনাশা ট্র্যাজেডি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হল বিদিশার পিতৃতুল্য জামাইবাবু সুপ্রকাশ। বড় বীভৎস মর্মান্তিক সেই মৃত্যুর দৃশ্য। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে দিদি বীণা উন্মাদ হয়ে যায়। অপ্রকৃতস্থ দিদি ও ছোট বোন বিনতিকে সঙ্গে নিয়ে বিদিশা চলে আসে কলকাতায়। ছিন্নমূল জীবনে শুরু হয় নতুন করে সংগ্রাম। বেঁচে থাকার যুদ্ধ। স্রোতের শ্যাওলার মতোই তারা ভেসে বেড়াতে লাগলো কলকাতার অলিতে গলিতে। প্রথমে মামার বাড়িতে কিছুদিন। তারপর মামীমার মুখের চেহারা দেখে বাসা ছাড়তে হল বিদিশাদের। এরপর এসে উঠলো বেলেঘাটার গণেশ মণ্ডলের প্রকান্ড চারতলা বাড়িতে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বিদিশা আবিষ্কার করলো গণেশের প্রকৃত চেহারাকে—

> *"গণেশের ভক্তির ঝুলির ভেতর একদিন মাথা বের করল মৎস্যলোভী বিড়াল একটি।"*[৪]

বিদিশা চারদিক থেকে একটার পর একটা ঘা খেতে খেতে আজ চিনেছে পৃথিবীটাকে, বুঝেছে পুরুষ মানুষকে। কলকাতার আনাচে কানাচে সে দেখেছে 'শকুনের শানানো ঠোঁট', হিংস্র 'বাঘের চোখ'। ভদ্রতার মুখোশ পড়ে মানুষগুলো কিভাবে জানোয়ারের মতো ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য ওত পেতে রয়েছে- বিদিশা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করেছে তা। এমনকি উদ্বাস্তু জীবনেও যাকে আশ্রয় করে বিদিশা দুর্দন্ড শান্তি পেতে চেয়েছিল সেই স্কুল সেক্রেটারির নাতি অমলও শেষপর্যন্ত ঠকিয়েছে বিদিশাকে। একই ইতিহাস একই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বিদিশার জীবনে।

শুধু বিদিশা নয়- তার ছোট বোন বিনতিও পুরুষের লালাসার শিকার হয়েছে বারংবার। ঢাকায় মণিলাল, কলকাতায় গণেশসহ অমলবাবুর মতো আরো অনেকেরই লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে বিনতির ওপর। কিন্তু বিদিশার সঙ্গে বিনতির পার্থক্য এখানেই যে, বিদিশা নারীমাংসলোলুপ পুরুষজাতির কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয়নি। জানোয়ারদের প্রকৃত মুখগুলি চিনতে পেরে সে আত্মরক্ষা করেছে। কিন্তু বিনতি বুঝতে পেরেও মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে কামনার ঘ্রঁদো গলিপথে। তাই বিদিশাকে না জানিয়েই অলোকবাবুর লোভনীয় প্রস্তাবে সে রাজি হয়েছে। এমনকি 'অগ্নিজ্বালা ফিল্মের কণ্ট্রাক্টে সই করে এসেছে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে। শুধু তাই নয় নির্ভীক উদ্ধত চোখ তুলে বিদিশাকে সে জানিয়েছে তার এই নির্লজ্জ বাসনার কথা—

> *“ভেবে দেখলাম, তোমাদের ওসব সেন্টিমেন্টের দ্বারা কোনই কাজ হয় না। আর দিনের পর দিন এভাবে রট্ করতে পারব না আমিও। তাই কাল কন্ট্রাক্ট সই করেছি তিন হাজার টাকার। আগাম দিয়েছে পাঁচ শো।... তোদের এই অন্ধ কুসংস্কারের মধ্যে বেশিদিন পড়ে পড়ে পচতে পারব না-”*[৫]

বিনতির এই নির্ভীক উদ্ধত উচ্চারণই প্রমাণ করে যে, অবস্থার বিপর্যয় মানুষকে কতটা অচিন্ত্যনীয় নীচতায় নামিয়ে আনতে পারে। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ নারীরা বিনতির মতোই ইতর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়। মানবিক সম্পর্কের বন্ধন, মূল্যবোধ, আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়েছে কতো শত নারী তার লেখাজোখা নেই। বিদিশার মতো কর্মরতা, আদর্শময়ী দিদি কিংবা জননীরা পারেনি তাদের স্নেহের পুত্তলিকাদের ধরে রাখতে। নিস্ফল আক্রোশে কেবল মাথা কুটে মরেছে তারা। দেশভাগে বিপন্ন হয়েছে এভাবে নারীর জীবন।

উপন্যাসের সমাপ্তিতে আমরা দেখি বিদিশা নতুন জীবনের অন্বেষণে উন্মাদিনী দিদিকে সঙ্গে করে বহুদূরে এক ‘জংলা পারাগাঁতে শিক্ষকতার চাকরির খোঁজে পা বাড়ায়। পরমানন্দকে সে জানায়—

> *“কলকাতা আমার আর সইছে না, দিদিরও নয়। আপনি যদি বলেন, তা হলে কালই যেতে রাজী।”*[৬]

এভাবে বিদিশার জীবনবৃত্তের মধ্য দিয়ে লেখক আসলে দেশভাগে ধ্বস্ত আমাদের এই উপমহাদেশের তাবৎ ছিন্নমূল মানুষের আশ্রয়হীনতা ও আশ্রয়ের সন্ধানে মরিয়া অভিযানের কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন। উদ্বাস্তু জীবনে মানুষকে যে কতো দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়াতে হয়েছে এঘাট থেকে ওঘাটে সেই বিপন্নতার কথাকেই লেখক যেন তুলে ধরেছেন উপন্যাসের এই কাহিনিতে। লেখকের অন্তিম বয়ানে যেন উচ্চারিত হয়েছে দেশহীন রাষ্ট্রহীন, পরিচয়-পরিচিতিহীন সেইসব ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষগুলোর দুঃসহ জীবনযন্ত্রণার কথা—

> *“মৌমাছি, তুমি শুধু খুঁজেই বেড়াবে, চাক আর বাঁধতে পারবে না কোথাও। তোমার মধুচক্র তৈরী হবে না কোনোদিন।”*[৭]

ঔপন্যাসিকের এই বক্তব্য শুধুমাত্র বিদিশার জীবনের প্রতি নয়- এ আসলে ছিন্নমূল প্রতিটি নরনারীর মর্মযন্ত্রণার কথা। যাদের একসময় সব ছিল দেশ, মাটি, ঘর-বাড়ি, পরিচয়- পরিচিতি, সম্পদ- প্রাচুর্য, স্বপ্ন, সোনালি ভবিষ্যৎ- দেশভাগের ফলে সব হারিয়ে তারা পরিণত হয়েছে ভিখিরিতে। উদ্বাস্তু জীবনে কেবলই তাদের জুটেছে অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা। কেউ তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি- নির্বিচারে শুধু শোষণই করেছে নানাভাবে। সেইসব দলিল-মথিত নর-নারীর জীবন কথাকেই লেখক তুলে ধরেছেন ‘বিদিশার’ এই সংক্ষিপ্ত বয়ানে। উদ্বাস্তু মানুষগুলোর সেই অন্ধকারে ভেসে বেড়ানোর এক সকরুণ ইতিকথাই আলোচ্য উপন্যাসটির মূল সুর। রাষ্ট্রীয় নিষ্পেষণে দলিত ভাগ্যবিড়ম্বিত অসহায় নারীজাতির এ এক নিদারুণ এমন বাস্তব সত্যনিষ্ঠ রচনা যা শুধুমাত্র উপন্যাস শিল্পকর্ম হিসেবেই আমাদের কাছে সমাদৃত নয়- এর সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে গোটা মানবজাতির সেই অনাবিষ্কৃত যন্ত্রণা ও আতঙ্কের কথা যা কেবল ইতিহাস গ্রন্থে মিলবে না। আসলে এ এমন এক বুকভাঙা দেশভাগের গল্প, নারী সংকটের আখ্যান যা অন্যান্য গল্প কাহিনি থেকে আলাদা। বস্তুতই দেশভাগ সময়কালের জগৎ ও জীবনের এ এক আশ্চর্য ডকুমেন্টেশান। ‘বিদিশা’ পরবর্তীকালে দেশভাগ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু জীবন অবলম্বনে বহু গল্প, উপন্যাস, স্মৃতিকথা, নাটক, কবিতা রচিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেসবের ভিড়েও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বিদিশার’ একটি স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। ‘বিদিশা’, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (নবম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা -১২, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯২, পৃঃ ১৪।
২। তদেব, পৃ. ৭।
৩। তদেব, পৃ. ১০।
৪। তদেব, পৃ . ১৬।
৫। তদেব, পৃ. ৬৫।
৬। তদেব, পৃ. ৭৪।
৭। তদেব, পৃ. ৭৪।

গ্রন্থপঞ্জি :

আকর গ্রন্থ:

১। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণঃ ‘বিদিশা’, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (নবম খন্ড)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা -১২, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯২।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজঃ ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, যষ্ঠ সংস্করণঃ জানুয়ারি ২০১২।
২। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমারঃ ‘মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণঃ মাঘ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২।
৩। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমারঃ ‘সাহিত্যে এপার বাংলা ওপার বাংলা’, দে’জ পাবলিশিং কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৯।
৪। বিশ্বাস, ড. গোবিন্দ; ‘স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যঃ প্রসঙ্গ দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন’, স্কলার পাবলিকেশন, করিমগঞ্জ, আসাম, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।
৫। রায়, তথাগতঃ ‘যা ছিল আমার দেশ’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৪২৩।